সংবাদ

তারিখ ... 0 8 MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

সত্য যে কঠিন

ক্যাডেট নয়, দরকার মানসম্মত মাধ্যমিক স্কুল

মমতাজ লতিফ

দেশের শিক্ষাখাতে বিশেষত প্রাথমিক স্তরে সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে এবং বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন বিদেশী দাতা সংস্থার সহায়তায় সরকার নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প-কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে। দেশের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও নিরক্ষরের সংখ্যা হ্রাস করাই হচ্ছে এসব প্রকল্প ও কর্মসূচির লক্ষ্যে। স্বাধীন দেশের প্রথম সরকার বঙ্গবন্ধু সরকার দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারের প্রথম কর্তব্য ও দায়িত্ব গণ্য করে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়। আজ চাল, আটা, তেল নিয়ে দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের খপ্পরে পড়ে দেশের মানুষ দিশেহারা। অথচ বঙ্গবন্ধু সরকার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায় হিসেবে টিসিবি ও রেশনিং ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন এবং এখন মানুষ তার প্রয়োজন অনুভব করছে। তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা স্তরটিও সরকারি দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দান ও এর দায়িত্ব গ্রহণ করা ও একটি জনকল্যাণকামী ও সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। সে সঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে- পৃথিবীর সব দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের দায়িত্ব। কোন কোন দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত ফ্রি এবং সরকারি উচ্চ শিক্ষাও ফ্রি এমন দেশও আছে। আমাদের জানা আছে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার পর কিভাবে দেশী-বিদেশী চক্রান্তে পাটকল, রেশম মিল, বস্ত্র কলগুলো বন্ধ হয়ে দেশের নিজস্ব কাঁচামাল ভিত্তিক শিল্পগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণে সেবা খাতগুলোকে সরকারের দায়িত্বে রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব।

এ কথা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না যে- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের দুটি প্রধান মৌলিক অধিকার মানুষকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে সব চেয়ে বড় অবদান রাখে। এ কারণেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকা একান্তভাবে আবশ্যক। শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। '৭১-এ স্বাধীনতার পরপর দেশ ও জাতির পুনর্গঠনের লক্ষ্যে যেসব বেসরকারি সংস্থা জন্ম নিয়েছিল, তার মধ্যে ধীরে ধীরে অনেক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ক্ষুদ্রঋণ ও বয়স্ক শিক্ষা এবং দরিদ্র শিশু-বালক-বালিকাদের শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতার সাঁইত্রিশ বছর পর কয়েক হাজার বেসরকারি সংস্থা শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি চালিয়ে আসার পরও দেখা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত এ সংস্থাগুলোর অবদান মাত্র ২%! শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করছে দীর্ঘকাল। সব বেসরকারি সংস্থাই সরকারি শিক্ষাক্রমের বাংলা, গণিত, সমাজ ও পরিবেশ পাঠের বাছাইকৃত বিষয়গুলো পাঠদান করে। অন্য সংস্থাগুলোও কম বেশি একই পদ্ধতি অনুসরণ করে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করে থাকে। এর অর্থ-

০ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সরকার নির্ধারিত বাংলা, গণিত, ইংরেজি, ধর্ম, সমাজ, বিজ্ঞান, চারু ও কারুকলা ইত্যাদি বিষয় পাঠদান করা একটি দুরূহ, কাজ যা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেও কোন বেসরকারি সংস্থার পক্ষে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না!

০ বেসরকারি সংস্থাগুলো সরকারি বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে স্কুল গড়ে উঠেছিল, তখন দেখা যাচ্ছে দরিদ্র শিশুর জন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর (অর্থাৎ শিক্ষাক্রমের অনেক অংশ বাদ দিয়ে) শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যা একদিকে সরকারি বিদ্যালয়ের শিশুদের অতিরিক্ত বিষয়ের চাপে রাখছে, অন্যদিকে কর্মজীবী দরিদ্র শিশুদের জন্য ২ বা আড়াই ঘণ্টা পাঠদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অনেকাংশই পাঠ থেকে বাদ পড়া একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্যপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করেছে!

EFA বা 'সবার জন্য শিক্ষা' বলতে বৈষম্যহীন শিক্ষার লক্ষ্যে সরকার ও বেসরকারি সংস্থা যদিও কাজ করে চলেছে, দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচির নামে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে চলেছে কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে বেসরকারি সংস্থাগুলো প্রাথমিক স্তরের মোট শিক্ষার্থীর শতকরা দুই ভাগকে মাত্র শিক্ষা দিতে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমানে ব্র্যাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণীর প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাটি পরিচালনায় সহযোগিতা করছে। কিন্তু সরকার নির্ধারিত প্রাথমিক স্তরের সব যোগ্যতা এবং বিষয় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করা বেসরকারি সংস্থাগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিলুপ্ত জিএসএস এ লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। দীর্ঘ ৩৭ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এবং অন্যান্য দেশের সরকারের নীতি পর্যবেক্ষণ করে। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশের সরকারের দায়িত্বেই থাকা দরকার। এ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের কাজগুলো বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হতে পারে। যেমন- পাঠ্যপুস্তকের রূপরেখা নির্ধারিত যোগ্যতাকে অনুসরণ করে সরকারের সংস্থা এনসিটিবির উদ্যোগে প্রণীত হয়ে সে রূপরেখার অনুসরণে এনজিও সরকার ও প্রকাশক মিলে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, ছাপানো এবং বিতরণের কাজটি করতে পারে। এর ফলে পাঠ্যপুস্তকের সিন্ডিকেট সৃষ্টি হওয়া ও শিক্ষাকে জিম্মি করা কঠিন হবে।

যাই হোক, আমাদের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। কেননা এই মাধ্যমিক স্কুলগুলো প্রাথমিক শিক্ষক তৈরি করে আর ভাল শিক্ষক ছাড়া হাজারো ভাল প্রকল্প কর্মসূচি, শিখন সামগ্রী ভালমানের শিক্ষা নিশ্চিত করে না। মাধ্যমিক স্কুলের সিংহভাগ বেসরকারি ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। সরকারি মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে জিলা স্কুলগুলো খুবই উন্নতমানের শিক্ষা প্রদান করেছে বিভাগ-পূর্ব সময়ে এবং '৭১-এর স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকে স্বাধীনতা-উত্তর সময় ধরে এ স্কুলগুলো এবং বড় শহরে প্রতিষ্ঠিত বেশকিছু বেসরকারি স্কুল ভালমানের শিক্ষা প্রদানে বড় ভূমিকা রাখছে। এর বাইরে সরকারি খাতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করে আসছে স্পেশাল পরিকল্পনায় নির্ণীত ও পরিচালিত ক্যাডেট স্কুল ও কলেজ। চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ এ পরিকল্পনায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ওই ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর জনগণের জন্য বৈষম্যহীন এবং সমমানের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার এবং শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকদের মধ্যে ক্যাডেট কলেজগুলোকে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের মতো সমান মর্যাদায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিক দাবি উঠেছিল। ক্যাডেট কলেজের মাথাপিছু সরকারি ব্যয় সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীর মাথাপিছু শিক্ষা ব্যয়ের কয়েক গুণ এবং এ অর্থ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেই বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু জনগণের সরকার একই স্তরের শিক্ষার্থীর প্রতি দ্বিমুখী আচরণ করতে পারে না- এটি কিশোর শিক্ষার্থীদের প্রতি রাষ্ট্র ও সরকারের বৈষম্যমূলক এবং পক্ষপাতমূলক আচরণ।, যেটা অনাকাঙ্ক্ষিত, শিক্ষার প্রশ্নে সরকারের পক্ষপাতহীন ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। প্রতি জেলায় এবং প্রতি উপজেলায় একটি করে সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুল বা কলেজিয়েট স্কুল বা ড. বাশুগীর সরকারি গার্লস হাইস্কুল, বেসরকারি খাতে গড়ে ওঠা উদয়ন স্কুল, অগ্রণী স্কুল, ভিকারুননেসা স্কুল, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, উত্তরা হাই স্কুল, ইস্পাহানী স্কুল, ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুল, সেন্ট যোসেফ হাইস্কুল, হলিক্রস স্কুল প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত স্কুলের মডেলে কম খরচে ভালমানের বাংলা মাধ্যম কিন্তু গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞানে ভালমানের শিক্ষা দানের উপযোগী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হতে হবে। জাতির নীতি নির্ধারকরা ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসজাত কোন উদ্যোগ নেন না। নিলে তা বিতর্কের জন্ম দেয়। তাছাড়া আমাদের সবার পথনির্দেশিকা হিসেবে সংবিধানকে অনুসরণ করে যেখানে বৈষম্যহীন একক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সরকারের কর্তব্য।

সেক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সরকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোকে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপদান করবেন- এটাই কাঙ্ক্ষিত। যে প্রশ্নগুলো আমাদের বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, আঘাত করছে, সে প্রশ্নগুলো হচ্ছে-

০ কেন আমাদের দরিদ্র নিরক্ষরের সন্তানরা মাদ্রাসা, হেফজখানায় মাতৃভাষার কাব্য সাহিত্য, বিজ্ঞানের দৃষ্টি উন্মোচনকারী আবিষ্কারের জ্ঞান থেকে, দেশের মহান দিবস উদযাপন, এমনকি অনেক স্থানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, জাতীয় পতাকা তোলা, সঙ্গীত, চারুকারু কলা, দেশীয় অনুষ্ঠানের আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে? এদের রাজনীতির হাতিয়ারেই বা পরিণত হতে হবে কেন?

০ কেন ধনীদের সন্তানরা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে গিয়ে সীমিত মাতৃভাষার জ্ঞান নিয়ে এর বিপুল কাব্য সাহিত্য, দেশীয় সংস্কৃতি, নাচ গান- এসবের চর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে? জাতির সঙ্কট সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যার প্রতি তারা অজ্ঞ ও অসচেতন থাকবেই বা কেন? তারা লালন, হাছন রাজা, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শাহ আবদুল করিম, কাঙালিনী সুফিয়া, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও নৃত্যকলার উপভোগের আনন্দ থেকে কেন বঞ্চিত থাকবে?

০ কেন মধ্যবিত্তের সন্তানরা অধিকাংশ দুর্বল, জরাজীর্ণ, গবেষণাগার ও পাঠাগারহীন মাধ্যমিক স্কুলে দুর্বল, গণিত, বিজ্ঞান, ইংরেজি শিক্ষকের কাছে নিম্নমানের শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য হবে?

বর্তমানে জেলা ও উপজেলার সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোর শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ভাল শিক্ষক নিয়োগ, বিজ্ঞান ও কম্পিউটারসহ গবেষণাগার উন্নত পাঠাগার ও এর ব্যবহার, খেলাধুলার প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে মাধ্যমিক শিক্ষার মডেল স্কুল তৈরি করা দরকার। এই মডেলই ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলে ইংরেজিতে কিছু বেশি জোর দেবে। অপ্রয়োজনীয় মাদ্রাসার সংখ্যা কমিয়ে নির্দিষ্টসংখ্যক মাদ্রাসায় ধর্মতত্ত্বের ওপর বেশি জোর দিয়ে একটি বৈষম্যহীন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করবে। এটি যুগের দাবি এবং সংবিধানের নির্দেশ। এ দুটো দাবিকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করা বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত হবে না।

[লেখক : শিক্ষাবিদ ও গবেষক]